ভোরের কাগজ

তারিখ 31 JAN 2006
পৃষ্ঠা কলাম ১

এক মাসেও বই পৌঁছেনি সকল প্রাথমিক স্কুলে

পাঠ্যপুস্তক বিতরণে নৈরাজ্য

মাধ্যমিকের ৩০ ভাগ বই এখনো বাজারে নেই

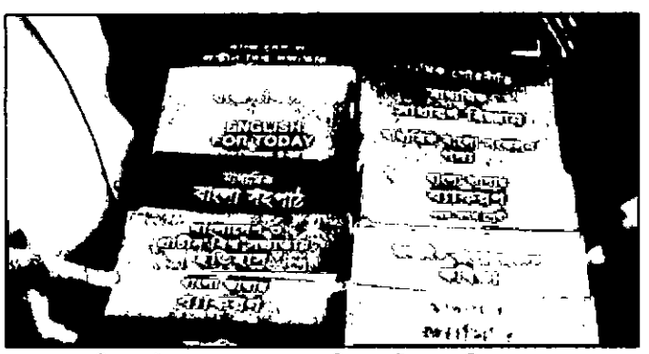

বাজারে মাধ্যমিকের বই পাওয়া যাচ্ছে তবে সব বিষয়ের বই এখনো মিলছে না -ভোরের কাগজ

বিভাষ বাড়ৈ : নতুন শিক্ষাবর্ষের এক মাস পেরিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক পৌঁছেনি সারা দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর হাতে। ফলে এসব কোমলমতি শিক্ষার্থী তাদের নতুন ক্লাসের লেখাপড়া বলতে গেলে শুরুই করতে পারেনি এখনো। বছরের শুরুতে নতুন বই হাতে পাওয়ার আনন্দ মাটি হওয়ায় হতাশায় ভুগছে তারা।

ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা জানিয়েছেন, বিনামূল্যে এসব বই সরবরাহের কথা থাকলেও এখন সন্তানদের জন্য পাঠ্যবই সংগ্রহ করতে উচ্চমূল্য কবুল করে পুস্তক কালোবাজারিদের পেছনে ছুটতে হচ্ছে।

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

পাঠ্যপুস্তক বিতরণে নৈরাজ্য : এক

● প্রথম পাতার পর

তাদেরকে। পাঠ্যপুস্তক সংকটের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, ভয়াবহ নৈরাজ্যের কবলে পড়েছে সরকার পরিচালিত রাজধানীসহ সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচি। গত ৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী তার কার্যালয়ে ঘটা করে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করলেও আজ পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক পৌঁছায়নি দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। কেবল মফস্বল নয়, বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধনের পর দীর্ঘ ৩০ দিন পেরিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত পাঠ্যবই পৌঁছেনি খোদ রাজধানীর প্রায় অর্ধেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই। এমনকি বেসরকারি এবং কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আদৌ নতুন শিক্ষাবর্ষের বই পৌঁছবে কিনা, দেখা দিয়েছে সেই প্রশ্নও।

অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিযোগ করেছেন, বই বিতরণের নামে থানা শিক্ষা অফিসার (টিইও) এবং থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার (এটিও) শিক্ষকদের হয়রানি করছেন। বার বার তারিখ দিয়েও বই বিতরণ করা হচ্ছে না। তাদের আরো অভিযোগ, যেসব বিদ্যালয়ে বই দেওয়া হয়েছে তাদেরও কাউকেই সব বই দেওয়া হয়নি। মোট বইয়ের অর্ধেক নয়তো ৬০ ভাগ হয়তো দেওয়া হয়েছে। আবার বিতরণ করা বইয়ের অর্ধেকই হলো গত বছরের কিংবা আরো আগের পুরোনো বই। সারা দেশে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের নামে চলছে এ রকম নৈরাজ্যকর অবস্থা।

এদিকে কেবল প্রাথমিক নয়, দেশব্যাপী মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও চলছে এক ভয়াবহ পাঠ্যবই সংকটের মধ্য দিয়ে। বছরের প্রায় এক মাস চলে গেলেও টেক্সট বুক বোর্ড বাজারে ছাড়তে পারেনি প্রয়োজনীয় বই। বোর্ডের কর্মকর্তারা অবশ্য দাবি করছেন ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ৬০টি বই বাজারে চলে গেছে। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হাজার বইয়ের কমপক্ষে ৩০ ভাগ এখনো বাজারে আসেনি। পুস্তক প্রকাশক সমিতির একাধিক কর্মকর্তার আশঙ্কা, আগামী মার্চের আগে পুরো বই বাজারে ছাড়া সম্ভব হবে না- এটা এখন নিশ্চিত।

শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক না পেলেও রাজধানীর বাংলাবাজার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন নীলক্ষেত মার্কেটসহ বড়ো বড়ো বইয়ের বাজারে বোর্ডের এসব 'বিক্রয়ের জন্য নহে' লিখিত পাঠ্যপুস্তক বিক্রি হচ্ছে অবাধে। এসব বাজারের অধিকাংশ ব্যবসায়ী দাবি করছেন, এ মুহূর্তে কালোবাজারিদের হাতে বোর্ডের মোট বইয়ের কমপক্ষে ৮০ ভাগ বই। এছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এ বছর 'বিক্রয়ের জন্য' সিল দিয়ে ৩ লাখ বই বাজারে ছেড়েছে, যা-ও চলে গেছে গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেটের হাতে। আর যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানরা বই পাচ্ছে না, সেহেতু উদ্বিগ্ন অভিভাবকরাও বাধ্য হয়ে ভিড় করছেন কালোবাজারিদের কাছে।

একদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভয়াবহ বই সংকট, অন্যদিকে বোর্ডের বই অবাধে কালোবাজারে বিক্রির এ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন দেশের উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। তবে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হলেও পাঠ্যপুস্তক বিতরণের নৈরাজ্যকর অবস্থা স্বীকার করতে নারাজ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান ড. গাজী আহসানুল কবির। তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, আমাদের দায়িত্ব কেবল জেলা পর্যন্ত বই পৌঁছে দেওয়া। গত ডিসেম্বরেই আমরা দেশের ৬৪টি জেলায় তা পৌঁছে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব থানা শিক্ষা অফিসারদের, আর তদারকি করবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতির দায় আমাদের নয়।

গত ডিসেম্বরে জেলায় জেলায় প্রয়োজনীয় বই পৌঁছে গেছে সরকারের পক্ষ থেকে এমন দাবি করা হলেও গত আজ পর্যন্ত বই পৌঁছেনি। বইয়ের জন্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা থানা শিক্ষা অফিসার (টিইও) ও থানা সহকারী শিক্ষা অফিসারের (এটিইও) কাছে বার বার যেতে বাধ্য হচ্ছেন। রাজধানীর সূত্রাপুর থানার নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কামরুন নাহার চৌধুরী ভোরের কাগজকে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, গত ৩ দিন যাবৎ থানার সহকারী শিক্ষা অফিসার বই দেওয়ার কথা বলে তাকে শিক্ষা অফিসে নিলেও বই দিচ্ছেন না। শিক্ষকরা ৩ দিন যাবৎ সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বইয়ের আশায়। প্রধান শিক্ষিকা এটিইও-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তিনি সব শিক্ষকের সঙ্গেই অসৌজন্যমূলক আচরণ করছেন। ওই অফিসার বলেছেন, স্কুলে এসে তিনি তদন্ত করে দেখবেন কতো শিক্ষার্থী আছে; তারপর বই, তার আগে নয়।

প্রধান শিক্ষিকা কামরুন নাহার চৌধুরী এই প্রতিবেদককে বলেন, ভাই আমাদের শিশুরা খুবই গরিব। এদের পক্ষে অন্য কোনোভাবে বই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। আপনারা এ বিষয়ে একটু লিখুন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এভাবে বই বিতরণের নামে আমাদের শিশুদের হয়রানি না করে বলে দেওয়া হোক এবার বই দেওয়া হবে না। তাহলে আমরা চাঁদা তুলে শিশুদের বই কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।

রাজধানীর বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার কক্ষে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভিড়। শিক্ষার্থীরা এসেছে তাদের নতুন বছরের বই নিতে। কথা বলে জানা গেলো, প্রায় প্রতিদিনই শিশুরা বইয়ের জন্য অপেক্ষা করে। বই প্রাপ্তির বিষয়ে প্রধান শিক্ষিকা রহিমা বেগমের কাছে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলেন, বই পাওয়া তো দূরের কথা, গত মাসে শিক্ষার্থীদের তালিকা থানা শিক্ষা অফিসে জমা দিয়েছিলাম, আজ পর্যন্ত তারও